অভ্যন্তরীণ সংস্কার

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহম্মদ বিন তুঘলক সুলতানী শাসনব্যবস্থায় নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্নে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ছিল না। এই মতপার্থক্যের দ্বারা পরবর্তী ঐতিহাসিকেরাও বিভ্রান্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে চারটি প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল, (১) কৃষি উন্নয়ন দপ্তর প্রতিষ্ঠা, (২) দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ববৃদ্ধি, (৩) রাজধানী স্থানান্তর ও (৪) প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন।

কৃষি উন্নয়ন দপ্তর

কৃষির উন্নতির লক্ষে মহম্মদ বিন তুঘলক দিওয়ান-ই-আমীর-ই-কোহ্ নামে এক সরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা ছিল এর উদ্দেশ্য। এর জন্য দুবছরে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয় কারণ দিল্লীর অদূরে এই উদ্দেশ্যে যে জমি বেছে নেওয়া হয় তা ছিল চাষের অনুপযুক্ত। তাছাড়া সুলতান ব্যক্তিগতভাবে দেখাশুনা না করায় অর্থের অপব্যবহার হয়।

দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি

মহম্মদ বিন তুঘলক গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তিনি সেখানে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। রাজস্ব কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা সে প্রশ্নে একমত নন। জিয়াউদ্দিন বারাণী এক স্থানে লিখেছেন রাজস্ব পাঁচ থেকে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যত্র লিখেছেন দশ থেকে কুড়ি গুণ। ফেরিস্তার মতে রাজস্ববৃদ্ধি পেয়েছিল তিন থেকে চারগুণ, বদায়ুনীর মতে বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র দ্বিগুণ। কারও কারও মতে ১৩২৬-২৭ খ্রীঃ-এ এই বৃদ্ধি ঘটেছিল, অপর একদলের মতে সময়টি আরও ছয়-সাত বছর পর। বিতর্ক যা নিয়েই হোক না কেন, এই সময় দোয়াবে দুর্ভিক্ষ চলছিল, তা সত্ত্বেও সুলতানী কর্মচারীরা জোর করে রাজস্ব আদায় করতে গেলে সেখানকার মানুষ বিদ্রোহ করে। সেনাবাহিনী কঠোর হাতে দোয়াবে বিদ্রোহ দমন করে।

ঐতিহাসিক জে. এল. মেহ্তা মন্তব্য করেছেন, বারাণীর বর্ণনা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। বারাণীর আদি নিবাস বারাণ রাজস্ববৃদ্ধির আওতায় আসায় তিনি ক্রুদ্ধ হন ও সুলতানের বিরূপ সমালোচনা করেন। আগা মাহ্দী হুসেন দেখিয়েছেন, রাজস্ববৃদ্ধির ঘোষণা ১৩২৬-২৭ খ্রীঃ-এ নয়, আরও তিন বছর পরে ঘটেছিল। খুরাসান অভিযানের জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক যে সেনাবাহিনী গঠন করেন তাতে দোয়াব অঞ্চলের মানুষ বহুসংখ্যায় যোগ দেয়। অভিযান বাতিল হয়ে গেলে বেকার সৈনিকরা পুনরায় কৃষিকাজ শুরু করে। এই সময় রাজস্ববৃদ্ধি ঘটলে তারা বিদ্রোহ করে। খালিক আহমেদ নিজামী বারাণীর বিরুদ্ধে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার ও ঘটনাটি অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ এনেছেন। তিনি দেখিয়েছেন,

দুর্ভিক্ষের কারণেই কৃষকদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য হিসাবে শস্য অথবা প্রচলিত বাজার দরে তার মূল্য দাবি করা ছাড়া সুলতানের আর কোনো উপায় ছিল না।

দোয়াবে রাজস্ববৃদ্ধির পেছনে মহম্মদ বিন তুঘলকের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর ফলে জনসাধারণের দুর্দশার যে অন্ত ছিল না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বারাণীর রচনা থেকেই জানা যায় প্রজাসাধারণের কষ্টলাঘবের জন্য তিনি বিভিন্ন ত্রাণ ব্যবস্থা হাতে নেন। ভূমিরাজস্বসহ অন্যান্য কর আদায় বন্ধ রাখা হয়। কৃষি ঋণ প্রদান ও কূপ খননের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রজারা এই ব্যবস্থাবলীতে খুশী হতে পারেনি। সুলতানের বিরুদ্ধে অন্যান্য অসন্তোষের সঙ্গে দোয়াবের ঘটনাও যুক্ত হয়ে যায়।

রাজধানী স্থানান্তর

উদ্দেশ্য

সিংহাসনে আরোহণের পর মহম্মদ বিন তুঘলক সবচেয়ে বিতর্কিত যে কাজটি হাতে নেন তা হল ১৩২৬-২৭ খ্রীঃ-এ দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তের পেছনে বিভিন্ন কারণ অন্বেষণ করেছেন। জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতে দেবগিরি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সমদূরবর্তী হওয়ায় একেই রাজধানী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। ইবনবতুতা মনে করেন, দিল্লীর নাগরিকগণ কুৎসাপূর্ণ পত্র লিখে রাত্রে রাজদরবারে নিক্ষেপ করত। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুলতান দিল্লীবাসীকে দেবগিরি চলে যেতে বাধ্য করেন। মহম্মদ ইসামী কিছুটা ইবনবতুতার মতের প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন দিল্লীর জনসাধারণ সম্পর্কে সুলতান সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। তাদের ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য মহারাষ্ট্রের দিকে বিতাড়ন করা হয়। খালিক আহমেদ নিজামী শেষোক্ত দুই ঐতিহাসিকের অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, রাজধানী স্থানান্তরের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পত্রনিক্ষেপ বা দিল্লীবাসীর প্রতি সুলতানের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের মতো তুচ্ছ কারণে সংঘটিত হতে পারে না। তবে নিজামী বারাণীর বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আবিষ্কার করেছেন। তা হল দাক্ষিণাত্যের উপর দিল্লীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন।

ঐতিহাসিক মহম্মদ হাবিব রাজধানী স্থানান্তরের পেছনে দুটি কারণের ওপর জোর দিয়েছেন। *প্রথমত,* আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারত জয় করলেও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁর পুত্র মুবারক শাহ দেবগিরি দখল করে রাজস্ব আদায় ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে অঞ্চলটি কিছু আমীরের মধ্যে ভাগ করে দেন। কিন্তু শক্তিশালী হিন্দু রাজন্যবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। *দ্বিতীয়ত,* মধ্য এশিয়া ও পারস্যে মোঙ্গল আধিপত্য স্থাপনের ফলে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে চিস্তি ও সুরাহবর্দী সিলসিলার সুফীরাও ভারতে আশ্রয় নেয়। বহুসংখ্যক ভারতীয়কে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে দিল্লী সুলতানীকে তারা স্থানীয় সমর্থন যোগাড় করে দেয়। দক্ষিণ ভারতের মাটিতেও স্থানীয় মুসলমান জনসংখ্যা গড়ে তুলতে না পারলে হিন্দু প্রতি আক্রমণকে প্রতিহত করা যাবে না। মহম্মদ হাবিবের মতে এই কারণেই দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। আগা মাহদি হুসেনও মহম্মদ হাবিবের দ্বিতীয় বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন, দেবগিরিতে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে একটি ইসলামীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে না পারলে দক্ষিণী সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন ছিল। সমসাময়িক ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রধানত রাজনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

যেখানে মাবার ও বাংলাদেশের মতো দূরবর্তী অঞ্চলে একের পর এক বিদ্রোহ ঘটতে থাকে সেখানে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

দৌলতাবাদ, নতুন রাজধানী

আলাউদ্দিন থেকে শুরু করে দিল্লীর সব সুলতানই দক্ষিণ ভারত অভিযানে দেবগিরিকে মূল ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতকে দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনার কিছু বাস্তব অসুবিধা ছিল। এই অঞ্চলের হিন্দুরা তুর্কী শাসনকে সুনজরে দেখেনি। গুরশাপের মতো কিছু অভিজাত এই সুযোগে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অতএব কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মহম্মদ বিন তুঘলক দেবগিরিকে দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করেন। এই উদ্দেশ্যে আমলা ও সূফী নেতাসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেবগিরি যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। দেবগিরির নতুন নামকরণ হয় দৌলতাবাদ। তবে সমগ্র দিল্লীবাসীকে সেখানে যেতে বাধ্য করা হয়নি। দিল্লীতে দীর্ঘদিন বাসে অভ্যস্ত আমলাগণ নতুন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে না পারায় সুলতানের প্রতি তাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। সুলতানও উপলব্ধি করেন, দিল্লী থেকে দক্ষিণ যেমন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, দৌলতাবাদ থেকে উত্তর ভারত নিয়ন্ত্রণও সহজ নয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পরেও দিল্লী জনশূন্য হয়নি। ১৩৩৪ খ্রীঃ-এ ইবনবতুতা দিল্লীকে জনবহুল শহর হিসাবে দেখেছেন। ১৩২৭ থেকে ১৩৩০ খ্রীঃ-এর মধ্যে দিল্লী থেকে মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছে। খালিক আহমেদ নিজামী দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের এক রচনায় সুলতানী সাম্রাজ্যের দুটি রাজধানীর কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ১৩২৯-৩০ খ্রীঃ-এর মুদ্রায় দিল্লীকে ও ১৩৩০-৩১ খ্রীঃ-এর মুদ্রায় দৌলতাবাদকে রাজধানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফলাফল

মহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দ্রুত কার্যকর করার ফলে দিল্লীর অধিবাসীদের দিল্লী ত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। জোর করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করায় তা প্রথম থেকেই জনপ্রিয় হয়নি। অভিজাতবর্গ ও ধর্মীয় নেতারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। তারা দৌলতাবাদের অমুসলমান পরিবেশে বাস করতে রাজি ছিল না। দিল্লী অরক্ষিত থাকায় ১৩২৮-২৯ খ্রীঃ-এ মোঙ্গলরা পাঞ্জাব আক্রমণ করলে সুলতান তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। কিন্তু এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরস্পরের অনেক নিকটে আসে। উত্তর ভারতের ইসলামীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারা দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতে মুসলমান বসতি স্থাপনের ফলে ভবিষ্যতে সেখানে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন

উদ্দেশ্য

১৩২৯-৩০ খ্রীঃ-এ মহম্মদ বিন তুঘলক প্রতীকী ব্রোঞ্জ মুদ্রার প্রচলন করেন। জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতে প্রচুর দান খয়রাত ও খুরাসান অভিযানের প্রস্তুতির জন্য সুলতানী রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এই অর্থসংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় সুলতান প্রতীকী ব্রোঞ্জ মুদ্রার প্রচলন করেন। আবার বারাণীই অন্যত্র লিখেছেন, অচল প্রতীকী মুদ্রার বিনিময়ে সুলতান রাজকোষ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পরিশোধ

করেন। অতএব অর্থসংকটের প্রশ্নে বারাণী দুরকম মন্তব্য করেছেন। খালিক আহমেদ নিজামীর মতে খুরাসান আক্রমণের পরিকল্পনা ও পরে কারাজল অভিযানের ব্যর্থতার পর রাজকোষে কিছুটা টান পড়েছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু প্রতীকী মুদ্রা প্রচলনের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করা উচিত। আলোচ্য সময়ে বিশ্বব্যাপী রৌপ্য সংকট চলছিল। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে দিল্লীতে রৌপ্য সরবরাহ ছিল যৎসামান্য। বিশাল সাম্রাজ্যে নতুন টাকশাল নির্মাণ, সামরিক অভিযান, রাজধানী স্থানান্তর প্রভৃতি কারণে রৌপ্যভাণ্ডারে টানাটানি দেখা দিলে সুলতান প্রতীকী মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনা সম্রাট কুবলাই খান ও পারস্য সম্রাট কইখাতু খানও প্রতীকী মুদ্রা চালু করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক এই দৃষ্টান্তের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হন বলে মনে করা হয়।

ফলাফল

মহম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রানীতির মধ্যে মৌলিক চিন্তার ছাপ অবশ্যই ছিল। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। একদিকে জনসাধারণ যেমন এই নতুন ব্যবস্থাকে খোলা মনে মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল অন্যদিকে জালমুদ্রায় বাজার ছেয়ে যায়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যসহ সমগ্র অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বারাণী জানিয়েছেন, প্রতিটি হিন্দুর গৃহ টাকশাল হয়ে ওঠে, প্রত্যেক স্বর্ণকার জালমুদ্রা প্রস্তুত করতে থাকে। জনসাধারণ রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে ফেলে ব্রোঞ্জ মুদ্রায় তাদের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে থাকে। তাদের মনে এই আশঙ্কা দানা বাধতে থাকে যে পরবর্তী সুলতান এই প্রতীকী মুদ্রাকে স্বীকৃতি নাও দিতে পারেন। প্রবর্তনের চার বছর পর সুলতান নতুন মুদ্রা প্রত্যাহার করে নেন। প্রতিটি ব্রোঞ্জ মুদ্রার পরিবর্তে রাজকোষ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হয়। বারাণীর রচনা থেকে জানা যায় স্তূপীকৃত জাল মুদ্রা দীর্ঘদিন দুর্গের বাইরে জমা হয়ে পড়েছিল। অতএব পরিকল্পনার দিক থেকে প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন আধুনিক চিন্তাপ্রসূত হলেও জাল মুদ্রা প্রস্তুতের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অক্ষমতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির মূল্যায়ন

কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, দোয়াবে রাজস্ববৃদ্ধি, রাজধানী স্থানান্তর, প্রতীকীমুদ্রার প্রচলন -- মহম্মদ বিন তুঘলকের সবকটি পরিকল্পনাই মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। অনুর্বর জমি নির্বাচন ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রথম প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়। দোয়াবে রাজস্ববৃদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বারাণীর রচনা থেকে বেরিয়ে আসে না। সেখানে একদিকে যেমন তিনি কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করেছেন অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করতেও ভোলেননি। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করে দক্ষিণ ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পরিকল্পনা বাস্তবানুগ হলেও কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী আমলা ও উলেমার দিল্লী ত্যাগ করার অনীহার জন্য শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। প্রতীকী মুদ্রা প্রচলনের মুখ্য কারণ যে সমকালীন বিশ্বে রৌপ্য সংকট একথা সব আধুনিক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন। কিন্তু জাল মুদ্রা প্রস্তুতের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এই অত্যাধুনিক প্রকল্পটিকে ব্যর্থ করে দেয়। তা সত্ত্বেও সুলতান ক্ষতিপূরণ দিতে কুণ্ঠিত হননি। অতএব মৌলিক পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার জন্য মহম্মদ বিন তুঘলকের ব্যক্তিগত দায়িত্বের চেয়েও বেশি দায়ী ছিল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি।

কিন্তু এইভাবে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলির যুক্তিযুক্ততা নিরূপণ করা সব সময় ইতিহাসসম্মত হয় না। সকলেই স্বীকার করেন যে সুলতানের মস্তিষ্ক প্রসূত

চিন্তাগুলি মৌলিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক তিনিই যাঁর মৌলিক চিন্তাগুলি শুধুমাত্র কাগজে কলমে উৎকৃষ্ট না হয়ে বাস্তবায়নযোগ্য হয়। ঐতিহাসিক খালিক আহমেদ নিজামী যথার্থই মন্তব্য করেছেন, মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত, মন্দভাবে রূপায়িত ও বিপর্যয়করভাবে পরিত্যক্ত।